পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

RAISE

ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ

নিউজলেটার

ভলিউম ০১, সংখ্যা ০১ । ডিসেম্বর ২০২২

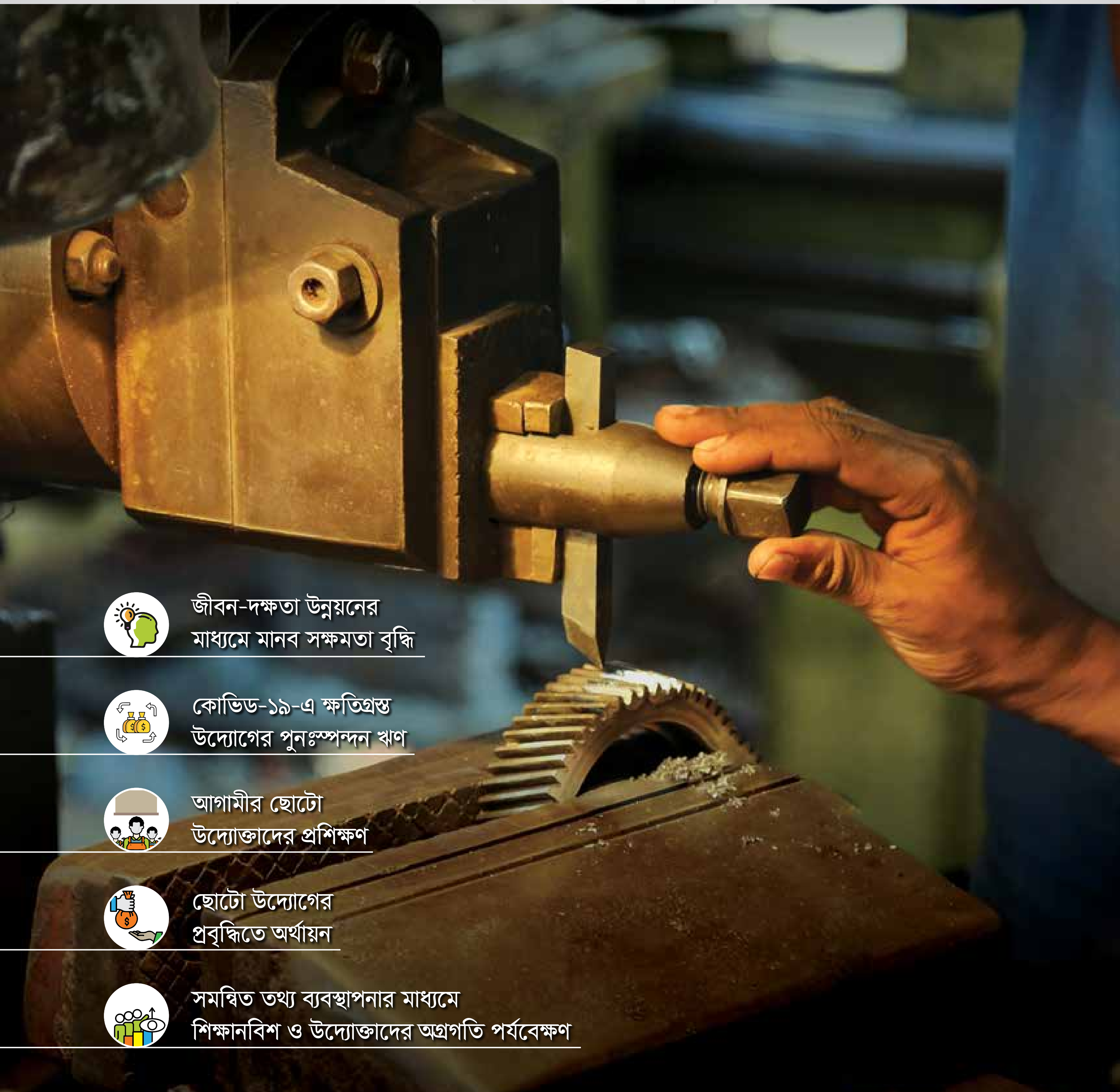

জীবন-দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোগের পুনঃস্পন্দন ঋণ

আগামীর ছোটো উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

ছোটো উদ্যোগের প্রবৃদ্ধিতে অর্থায়ন

সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষানবিশ ও উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

RAISE প্রকল্পের পরিচিতি

প্রকল্পের পটভূমি

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এর আকার দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর হলেও বিগত কয়েক দশকে এটি অপেক্ষাকৃত শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৫.১% অনানুষ্ঠানিক খাতে সম্পৃক্ত (Labour Force Survey, ২০১৬-১৭)।

- বাংলাদেশের দারিদ্র্য ১৯৯০ সালে ৫৬.৬% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩%-এ এসে দাঁড়ায়;
- কোভিড-১৯ অতিমারি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার প্রভাবে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে;
- সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য দরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের অভিগম্যতা;
- দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫৬% ছোটো উদ্যোগ বা microenterprise-এ সম্পৃক্ত;
- প্রতি বছর ২০ লক্ষের অধিক তরুণ শ্রম বাজারে যুক্ত হচ্ছেন যাদের অধিকাংশই অদক্ষ অথবা স্বল্প দক্ষ;
- এসব তরুণ কাঙ্ক্ষিত মজুরি এবং শোভন কাজ (decent work) হতে বঞ্চিত;
- স্বল্প উৎপাদনশীলতা ও স্বল্প মজুরির চক্রে আবদ্ধ দেশের ছোটো উদ্যোগগুলো;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের পাশাপাশি বাজারজাতকরণ ও অর্থায়নের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে পিকেএসএফ;
- অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোটো উদ্যোগসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে সমগ্র দেশের urban ও peri-urban এলাকায় পিকেএসএফ Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

শহর (urban) ও শহরতলির (peri-urban) এলাকার কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তা এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

RAISE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাবসাগুচ্ছের আওতাধীন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার জন তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তার ব্যাবসা-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পুনরায় সচল করতে সহজ শর্তে অর্থায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া ছোটো উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন ও উপযুক্ত অর্থায়ন করা হচ্ছে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা প্রদান করে উপযুক্ত কর্মে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পার্বত্য অঞ্চল, চর, হাওড়, চা-বাগান ও উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের এ প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তা

১ লক্ষ ৭৫ হাজার

মোট তহবিল

২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

মেয়াদ

২০২২ থেকে ২০২৬

মোট ৫ বছর

প্রকল্প এলাকা

বাংলাদেশের শহর ও শহরতলি

সহযোগী সংস্থা

৭০টি

RAISE প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ও পরিষেবাসমূহ

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তা

৫০,০০০

উদ্যোগ পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ সার্ভিস চার্জ হতে ২৫% হ্রাসকৃত হারে প্রবৃদ্ধিমূলক অর্থায়ন

'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা হতে জানুয়ারি ২০২০-এর পূর্ববর্তী ঋণগ্রহীতা এ পরিষেবার জন্য বিবেচিত হবেন।

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ছোটো উদ্যোক্তা

৯০,০০০
(৩১,৫০০ নারী)

ব্যাবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ সার্ভিস চার্জ হতে ২৫% হ্রাসকৃত হারে প্রবৃদ্ধিমূলক অর্থায়ন

'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত ১৫ হতে ৩৫ বছরের কমপক্ষে প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত তরুণ ছোটো উদ্যোক্তা এ পরিষেবার জন্য বিবেচিত হবেন।

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত বেকার তরুণ

৩৫,০০০
(১২,২৫০ নারী)

মাস্টার ক্রাফটস্‌পার্সন (ওস্তাদ)-এর তত্ত্বাবধানে কারিগরি বিষয়ে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ

দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে 'জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

৩,৫০০ জন শিক্ষানবিশের জন্য Recognition for Prior Learning-এর জন্য ভাতা এবং ব্যাবসা আরম্ভ করার জন্য অর্থায়ন

মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত ১৫ হতে ৩৫ বছরের কমপক্ষে প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বেকার তরুণ এ পরিষেবার জন্য বিবেচিত হবেন।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে মাস্টার ক্রাফট্‌সপার্সন

নির্বাচিত ৭০০০ মাস্টার ক্রাফট্‌সপার্সন-এর মাধ্যমে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মাস্টার ক্রাফট্‌সপার্সন-এর তত্ত্বাবধানে বেকার তরুণরা ওস্তাদ-শাগরেদ পদ্ধতিতে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

* শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনার উপর মাস্টার ক্রাফটস্‌পার্সনদের ২ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হবে।
* মাস্টার ক্রাফটস্‌পার্সনগণ ব্যাবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য বিধিবদ্ধ সার্ভিস চার্জ হতে ২৫% হ্রাসকৃত হারে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের জন্য বিবেচিত হবেন।

RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম

অনানুষ্ঠানিক খাতে টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর

বিগত ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে RAISE প্রকল্পে অর্থায়ন করার লক্ষ্যে আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং একই দিনে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় মোঃ ফজলুল কাদের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীকালে ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) স্বাক্ষরিত হয়।

RAISE প্রকল্পের কর্ম এলাকা

* কয়েকটি সংস্থা একাধিক বিভাগে কাজ করছে।

RAISE প্রকল্পের PSC-এর প্রথম সভা

বিগত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ-এর সভাপতিত্বে RAISE প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মোঃ আবুল কাশেম, তৎকালীন RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

RAISE প্রকল্পের ভার্চ্যুয়াল ওরিয়েন্টেশন সভা

প্রকল্পের কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪৫টি সহযোগী সংস্থার সাথে ১টি এবং ৭০টি সহযোগী সংস্থার সাথে ১টি ভার্চ্যুয়াল সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট-এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মোঃ আবুল কাশেম, তৎকালীন প্রকল্প সমন্বয়কারী ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)-এর সভাপতিত্বে পরিচালিত এ সভায় সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও ঋণ সমন্বয়কারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংক-এর Implementation Support Mission

বিগত ২০ থেকে ৩০ জুন ২০২২ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক 'Implementation Support Mission' পরিচালনা করা হয়। মিশন চলাকালে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং RAISE প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করেন।

এছাড়াও, বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণের প্রস্তুতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা 'বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস সেলফ ডেভেলপমেন্ট'-এর কেরানীগঞ্জ উপজেলার দু'টি শাখার

ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষে সিনিয়র ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার সৈয়দ আমের আহমেদ এবং সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের কো-টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারীসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর

RAISE প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৭০টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে ৬৯টি সংস্থার সাথে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহের ওপর সভা

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সংস্থা পর্যায়ে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ের ওপর RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন সভা

পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত ৪৩টি সংস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে সভা ও ১৮টি সংস্থার সাথে ভার্চ্যুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর ২০২২

১৯,৯৯৫ জন

ছোটো উদ্যোক্তার মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে

২২৯.৬৭

কোটি টাকা

সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৭০টি সহযোগী সংস্থার সাথে পিকেএসএফ-এর মোট ৬০.৬৩ কোটি টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

‘Digitalization for Inclusive Growth and Development’ শীর্ষক সভা

পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিগত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘Digitalization for Inclusive Growth and Development’ শীর্ষক সভায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন শাখা ও প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্যানেল লিডারবৃন্দ এবং RAISE প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দের সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন

৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১৯,৯৯৫ জন ছোটো উদ্যোক্তার মধ্যে ২২৯.৬৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এ পর্যন্ত ৪৩টি সংস্থার RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাবৃন্দ কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের পরিচালিত উদ্যোগ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সরাসরি পরিদর্শন করেন এবং কোভিড পরবর্তী তাদের ব্যাবসা সচল করা ও অব্যাহত রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া RAISE প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত ঋণ তাদের উদ্যোগ পরিচালনায় কীভাবে সহায়তা করছে সে বিষয়েও ছোটো উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। কর্মকর্তাবৃন্দ পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তাদের অবহিত করেন যে, ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ের ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্ভূত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যাবসা অব্যাহত রাখার কৌশল বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন করা হবে।

বিশ্বব্যাংক-এর সাথে বিশেষ সভা

বিগত ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর সাথে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প বিষয়ক অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ থেকে সৈয়দ আমের আহমেদ, সিনিয়র ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার; আনিকা রহমান, সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের কো-টাস্ক টিম লিডারসহ বিশ্বব্যাংক-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় সুবিধাজনক ৭টি ভেন্যুতে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মশালায় প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক ধারণার পাশাপাশি সাইকোমেট্রিক প্রোফাইলিং, কমিউনিটি আউটরিচ, মাইক্রো-মনিটরিং সিস্টেম, সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক গাইডলাইন ইত্যাদি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোগ টেকসইকরণের লক্ষ্যে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছোটো উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ব্যবহারিক গেমস ও দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন ও ব্যাবসা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২৪০ জন ক্ষতিগ্রস্ত ছোটো উদ্যোক্তা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

RAISE
ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ
নিউজলেটার

সম্ভাবনাময় ছোটো উদ্যোগ

ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি একটি সম্ভামনাময় উদ্যোগ যার মাধ্যমে নারী ও তরুণরা নিজ বাসস্থানে বসেই উপার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫৯ কোটি টাকার ইমিটেশন জুয়েলারি আমদানি করে। বিগত ২-৩ দশকে ঢাকা জেলাধীন সাভার উপজেলার ভাকুর্তা, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা ও বগুড়া সদর উপজেলা এলাকায় ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারির বেশ কিছু ব্যাবসাগুচ্ছ গড়ে উঠেছে। এসব এলাকায় অবস্থিত প্রায় সকল পরিবারের নারী ও তরুণ কোনো না কোনো ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উদ্যোগের সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে লেখাপড়া করার পাশাপাশি যেমন তরুণ জনগোষ্ঠীর আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি নারীদের জন্যও নিজ ঘরে বসে নিয়মিত আয়ের সংস্থান হয়েছে।

ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছোটো উদ্যোগ পর্যায়ে এখনো সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে যার ফলে একদিকে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরদিকে উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভবপর হলে

এ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পাবে। এর পাশাপাশি ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদনে পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করে বহির্বিশ্বে রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

উপদেশক
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
গোলাম জিলানী
এস এম খালেদ মাহফুজ

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট
শেহরীণ সাবা

আলোকচিত্র
মোঃ ফয়জুল তারিক চৌধুরী
RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
pksf@pksf.org.bd
www.pksf.org.bd
pksf.raise@gmail.com
facebook.com/raise.pksf

সার্বিক সহযোগিতা: RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট

কনসেপ্ট ও ডিজাইন: ছায়াকর কম্যুনিকেশন